ভাসি আমি বিস্ময়ের ভেলার দোলায়

শামসুর রাহমান

এসেছি এ কোন্ কালে যখন হেলায় অনেকেই,
শান্তিপ্রিয় মানুষও জড়িয়ে পড়ে দিব্যি
ঝগড়া এবং এমনকি লাঠিসোটা ব্যবহারে
নির্ঘাত ওঠেন মেতে অলিতে গলিতে
ধারালো অস্ত্রের ব্যবহারে। কেউ কেউ
বেজায় আহত হয়ে আধমরা রোগী
হয়ে হাসপাতালের বেডে মরণের
দোরে অজান্তেই কড়া নাড়তে থাকেন। অন্ধকার
গাঢ় হলে অদূরে গাছের ডালে প্যাঁচা
ডেকে ওঠে। সেই ডাকে কেউ কেউ কেন যেন কাঁপে!

কারো বাড়া ভাতে বালি দিইনি কখনো,
তবু কেউ কেউ অকারণে আমাকে গহ্বরে
ফেলে মজা লুটে নিতে চায়। মাঝে মাঝে
খামোকাই কুকুর লেলিয়ে দেয় আমার পেছনে।

আমার লেখার টেবিলের সম্মুখে পিতার ফটোগ্রাফ
নিত্যদিন গভীর তাকিয়ে থাকে, সেই
দৃষ্টি যেন কখনো সখনো বলে, "ওরে বাচ্চু, তুই
কখনো পাসনে ভয়। বিশ্বাসে অটল থেকে রোজ
তোর কাজ তুই ঠিক সম্পন্ন করে যা অকাতরে
আমৃত্যু, রাখিস মনে,- তোর কাজে অবহেলা সাজে না কখনো।"

বাজানের ফটো কি বলছে সত্যি? না কি মধ্যরাতে
আমার শ্রুতিতে গড়ে তুলছি নিজেই
কিছু কথা? কে আমাকে বলে দেবে? টেবিলের বুক
থেকে মুখ তুলতেই দেখি পুরাতন ফটোটির
দৃঢ় ঠোঁটে, সারা মুখ জুড়ে ফুটে আছে
স্বর্গীয় হাসির আভা; ভাসি আমি বিস্ময়ের ভেলার দোলায়।

১/৪/২০০৫

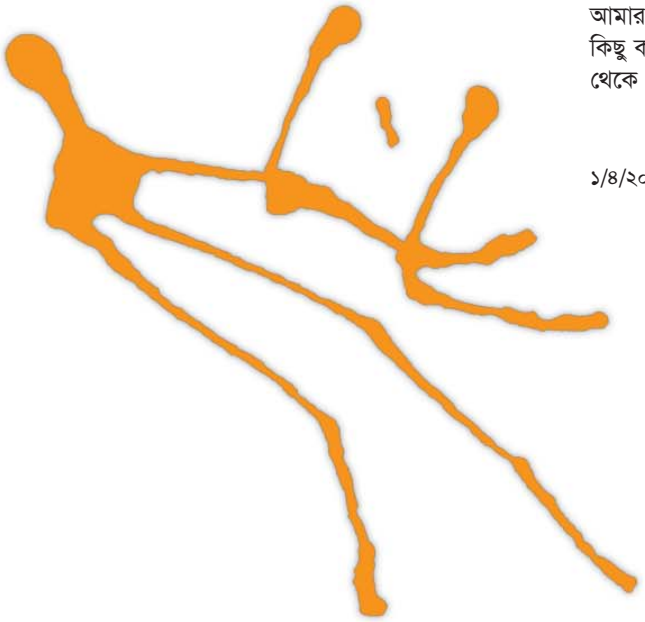

নির্মলেন্দু গুণে'র নিশিকাব্য

১
অন্ধকারে চিরঅনাবৃতা বেশে তুমি বসে আছো
তোমার শয্যায়, আর দুরন্ত শিশুর মতো আমি
খেলা করছি তোমার দুগ্ধস্ফিত স্তনভান্ড নিয়ে।
তোমার বন্ধনমুক্ত স্তনের উল্লাসে কাঁপে রাত্রি।

২
আমার রক্ত যদি উত্তাল হয়ে থাকেই,
নিশ্চিত সে হয়েছে তোমার
ফিসফিস করা গোপন কথার দোলায়।

৩
বাহ! নারীর ভিতরের ব্যাপার আমি জানবো কী ভাবে?
আমি যেদিন আরও কম শব্দে, কম চিত্রকল্পে তোমাকে
তৃপ্ত করতে পারবো– সেদিনই কবি মানবো নিজেকে।
বুঝবো, শব্দব্রহ্মের সাধনায় আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

৪
ক্ষণদর্শনেই আমি তোমাকে চিনেছি।
–তুমি হলে গভীর জলের মৎস্যিনী।
তাই দিনে তোমার কাম নামে না,
–আর গভীর রাতেও কাম থামে না।

৫
নিঃশব্দ চুম্বনে বুঝি রুচি নেই?
বুঝি মেটে না প্রাণের তিষা?
তবে তাই হোক। এসো, পরী–;
রাতের নির্জনতা ধুলোয় মিশিয়ে,
আমরা পরস্পরকে চুম্বন করি।
আমাদের সশব্দ চুম্বনে যদি
বিঘ্নিত হয় পাখিদের নিশিনিদ্রা,
আমরাও পাখি হয়ে যাবো।

৬
দোস্ত, আমি ঝুম-চাষীদের মতো
তোমার জমিতে করেছি চুম্বন চাষ।
সযত্ন কর্ষণে যদি উৎপাদন বাড়ে,
স্মরণে রাখিও তোমার মানুষটারে।
মধু-চুম্বনে ভরিলে তোমার গোলা,
তুমি শুয়ে-বসে খেয়ো বারোমাস।

৭
মনে পড়ছে না আবার? আমার মন থেকে
তুমি কি কখনও তোমাকে পড়তে দিয়েছো?

৮
যে শরীর আমার কাম-তৃষ্ণাকে জাগ্রত করে
তাকে তুমি তুচ্ছ বলো কোন সাহসে?
আমি তো কিচ্ছু চাই না, চাই শুধু দেহপট।
চাই তোমার ঐ দেহপট নিয়ে খেলিতে।
তুমি কি সেজেছো আজও সুগন্ধী বেলিতে?

৯
এই নাও, মুখ তোলো,
ঠোঁট খোলো তৃষিত চাতক।
জগতের সবকর্ম ছাড়ি,
প্রাণ ভ'রে পান করো
আমার চুম্বন সুধাবারি।
বলো এটি কিসের ছবি?
দেখি তুমি কেমন কবি!

১০
আমিই তো বাৎস্যায়ন। আমাকে পড়ো।
আমাকে জড়িয়ে ধরো বুকে।
উন্মিলীত স্তনগুচ্ছে, উরুর উত্থানে।
তারপর রুদ্র নিতম্বের শান্ত সমর্থনে
সমুদ্র ফেনায় ভেসে ভেসে দেহস্বর্গসুখে–
আমাকে ডেকে নাও দু'টি পাতা আর
একটি কুঁড়ির গভীর-গভীরতর দেশে।

১১
আমি তো তোমার পেছনে লাগিনি।
তুমিই আমার পেছনে লেগেছো–
লাল শাড়ি পরা মধ্যরাতের বাঘিনী।

মনে কি পড়ে

ফজল-এ-খোদা

আমার কথা কি তোমার এখনো মনে আছে, মনে পড়ে?
বায়না ধরতে হাডুডু খেলবে আমাদের সাথে একা মেয়ে!
তোমার সাথীরা যখন পুতুল খেলা নিয়ে ব্যস্ত
তুমি তখন পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ফুটবল খেলো
এজন্যে মায়ের বকুনি সইতে হাসিমুখে সকাল বিকেল

মনে পড়ে, একবার সাইকেল চালাবার সে কী জেদ
পুরো একদিন ভাত খাওনি শত অনুরোধ- উপরোধে
শেষে বাবার প্রশ্রয়ে অনুমতি পেয়ে সে কী আনন্দ তোমার
বাবাকে জড়িয়ে ধরে ছাড়তেই চাইছিলে না কিছুতে
বাবাও আদরে মাতে- আরে ছাড় ছাড়। হয়েছে হয়েছে...

মনে পড়ে, স্কুলের নাটক নিয়ে সেবার কী ঘটেছিল?
স্কুলে এত মেয়ে তবু মেয়ে চরিত্রের শিল্পী কেউ হবে না!
তুমি ছিলে বার্ষিক অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক দায়িত্বে:
বললে, নাটক হবে এবং আমিই করবো নারীর অভিনয়
শিক্ষকেরা শুনে কানে হাত আর তোমার বাড়িতে সবাই থ'

মনে হয় সাথীদের মধ্যে আমাকে একটু বেশিই খাতির করতে
ছাত্রও ছিলাম সাদামাটা, দেখতেও সাধারণ- তারপরও
হতে পারে আমি ছিলাম তোমার দ্বিধাহীন সমর্থক:
কিন্তু ভুল হয়ে গেলো হঠাৎ সেদিন প্রতিবাদ ক'রে,
কারণ চাইনি আমি নাটক হলেও তুমি অন্যের নায়িকা হবে

কী আশ্চর্য তুমি জ্বলে উঠেছিলে ম্যাচের কাঠির মতো
বলেছিলে, তুমি আমার বাপ না ভাই! কে তুমি- নাগর?
মাতব্বরি ফলাবে না বলে দিচ্ছি; বড় শুভাকাঙ্ক্ষী!
সেদিনের পর কীযে হলো আমি মহাশত্রু হয়ে যাই,
আমাকে দেখলেই আগুনের মতো লাল হয়ে যেতে;

ঘোষণা করলে আমি যদি থাকি তুমি আর আসবে না স্কুলে
সেই যে ছেড়েছি আজো মুখোমুখি হইনি তোমার, মনে পড়ে?

যাই

খালেদা এদিব চৌধুরী

'চলে যাই' বলে আমি পাশ ফিরে দৃশ্যালোক দেখি-
আমাদের অবিমিশ্র শোকের মুহূর্তে
কোথায় শেষের ঘন্টা বাজে!
কোথায় বা বয়সের লাশ পড়ে আছে বেদনার ঘরে
তৃষ্ণাহত হাত তুলে আমি বলি 'যাই'
আমার শূন্যতা থাক্ তোমার শরীরে
এই ঘরদোর ছেড়ে চলে যায় পূর্ণিমার চাঁদ
যেন চলে যাওয়াটুকু প্রাত্যহিক জীবন
তুমি বলে দিতে পার ব্রত কি এমন হয়?
এইসব মনে করে আমাদের যুগ যুগ কেটে গেল।
চলে যাই দুপুরের অলীক সময়ে
সূর্যের এক বুক ভালোবাসায়
তুমি জানতেও পারলে না-
বকুলের বন ঘুরে প্রজাপতির পালক ঝরে
সেও তুমি জানলে না
কি করে কোথায় থাকে পুষ্পিত চয়ন!
জোনাকির ডানা হতে জ্যোৎস্নার নীল নিয়ে
আমাকে কি ভালোবাসা দেবে?
আমি চলে যাই মোহাচ্ছন্ন বিরান প্রান্তরে।
পথে যেতে যেতে এইসব সায়াবীজ
সময়ের হাত ছুঁয়ে, বলাকার ডানা ভেঙে বলে-
তুমি থাক,
আমি যাই পিপাসার্ত শেষ দৃশ্যালোকে।

অপরাধ অথবা পলায়ন

তুষার দাশ

আমাদের দৈন্যদশার ছেঁড়া ছাতার ভেতরে বসে রবীন্দ্রসংগীত-

উজ্জীবনের আলোকছটায় সব মহলের ভেতরটা একেবারে আলোয় আলো-
ঝরা পতার গড়াগড়ি আর ধূলো-ঘূর্ণির ভেতর
উড়ে চলেছে আমাদের শৈশব আর যৌবন-
আমরা সব বন্ধুরা মিলে 'এসো হে...'
ইদানীং আর বলতেই পারি না-
কারণ, চৈত্রের খররৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে যাবতীয় নিবিড় নিরালা

আমাদের সন্তাপের বুদ্বুদগুলো ক্রমাগত বড় হয়ে
ফেটে পড়ছে সুনামির ধরণে-
রবীন্দ্রগানের আলো ধীরে ধীরে নিছে আসছে
দূর পাহাড়ের জুম আলোর মতো।
আমাদের দীর্ঘশ্বাস কাঠ-ফাটা মাঠে বাজাচ্ছে
অসহায় আর্তনাদের দুন্দুভি,
আশার বাণী শুনিয়ে মানুষকে খামোকা স্বপ্ন দেখিয়ে লাভ নেই-
চারপাশে অজস্র রক্তপাত, খুন, ধর্ষণ ও রক্তবমির
ভেতর বসে হরিপ্রসাধ চৌরাশিয়া শোনা- হয় পালানো হয় অপরাধ-

আমরা আর কতো অপরাধ করবো অথবা
আমাদের পালানোর পথ আর কতো দীর্ঘ হবে কতো দীর্ঘ দিন?

৩রা এপ্রিল ২০০৫

গুম

জাহিদ হায়দার

কি ভাবে করলে?
দেখে নাই কেউ?
সব হয়েছে ঠিকমত?

এক হাত ফেলেছি পদ্মায়,
দশ আঙুল দশ দিকে,
অন্য হাত উইডিপির নিচে,
এক পা বাসাবো গোরস্থানে,
অন্য পা গভীর জঙ্গলে,
হ্যাঁ, সেখানে শেয়াল আছে।

আর ধড়?
বালির বস্তায় পুরে
ভূতের গলির পুরানো কুয়োয়।

মাথা?
বঙ্গোপসাগরে,
চোখ দুটি খোলা ছিল
মনে হয় দেখছিল সব,
ভয় নেই উপড়ে ফেলেছি।

চোখ রেখেছ কোথায়?
সংবাদপত্রের প্রেস রিলিজ বাক্সে।

কেন?
চাঞ্চল্যকর খবর হবে,
চোখ দুটি কার?

তারপর?
চিহ্ন নেই দিবালোকে,
কি আছে হাত পা ধড় মাথা খুঁজে খুঁজে
দুটি চোখ জোড়া দিয়ে চেনা মানুষ বানাবে?

সাবাস, আলহামদুলিল্লাহ।
১৮.২.০৫

প্ররোচনা

আবু করিম

ভরা ভাদ্রে যেভাবে কুক্কুরী প্ররোচিত করে প্রিয় কুকুরকে
তেমনি তুমি ক্রমাগত উত্যক্ত করে যাচ্ছো আমাকে।
চোখের নিঃশব্দ ইশারায় কিংবা স্তনের উদ্ভাসিত বাঁকে।

আমি স্তব্ধ হ'য়ে আছি
আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে
নিঃশ্বাস ফেলছি খুব ধীরে ধীরে
উষ্ণ এবং লোলুপ, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে।
আমি আজ ধরাশায়ী দৈব দুর্বিপাকে
তোমার কামের নিরঙ্কুশ পাঁকে।
যেন তুমি ঐশ্বরিয়া রাই
তোমার সর্বঅঙ্গে খাই।
এই খাই খাই ভাব মানায়না তোমাকে
তুমি আমার প্রিয় গোলাপ
ফুটে আছো কাঁটাঝোপের ফাঁকে
তোমার দলগুল উন্মীলনের প্রয়াস আমার নাই
আমি ব'সে থেকে কেবল গন্ধ তোমার পাই॥

কবিতা কবিতা শুধু

ফারুক মাহমুদ

আমাদের মনোসহবাসে জন্ম নিল কবিতাসন্তান
সদ্যজাতদের কী যে চাঁদপনামুখ- দেখি পড়ি শুনি
এ দেখার শেষ কিছু নেই
এ পড়ার শেষ কিছু নেই
এ শোনার শেষ কিছু নেই
মাতাল রাত্রির ডালে ফুটে থাকা তারাদের গুনি
আঠারো মাত্রার কাছে স্থিত হল মুগ্ধ বর্তমান

আমি যদি ভাঙা শব্দ তুমি তার পুরো অবয়ব
'উপমা' বলেছি যাকে, সেও দেখি তোমাতেই নত
মুগ্ধতার শেষ কিছু নেই
চিত্রকল্পে শেষ কিছু নেই
অন্তমিলে শেষ কিছু নেই
আমাদের চোখে ঠোঁটে পাখিদের সব কলরব
কবিতা কবিতা শুধু– হেসে ওঠে– হাসে ক্রমাগত

রায়ের বাজারের বধ্যভূমি

সোহরাব পাশা

তবে কেন এত আয়োজন
ঊনসত্তরের কারফিউ এখনও জ্বলন্ত
গণতন্ত্র কানামাছি খেলছে সর্বত্র
ক্ষত চোখে

একাত্তরের মরণ-উৎসব
রায়ের বাজারের বধ্যভূমি
দীর্ঘ অন্ধ স্তব্ধ হাহাকার

তবে কেন এত আয়োজন।

দৌড়

মারুফ রায়হান

দুটো প্রায় একই রকম দেখতে গতিদানো বিকট শব্দ করতে করতে
হলদেটে চোখে শাসাতে শাসাতে গলির মতো এক চিলতে
সংকীর্ণ সড়কে ছুটে চলেছে জেতার ক্ষেপামোয়
তাদের হুড়োহুড়িতে কুঁকড়ে যাচ্ছে গ্রামীণ হরিণী, শালিকের
চারটে ছানা, আর ভোর-রাতে চোখ মেলা দুটি পাতা- দূর
সমুদ্রের মাছের চোখের মতো সবুজ দুটি ডানা যার
সহস্র মুকুরে বিম্বিত এই চৈত্রের রোদ্দুরে দৃশ্যটা অন্ধ করে
দিতে পারে কোনো চিত্রকরের স্বপ্নময় দুটি স্বচ্ছ সরোবর

ভাবো, একটি জটিল বক্ররেখার ওপর পিঁপড়ের সারির মতো
মানুষেরা পরস্পরকে রক্তাক্ত ক'রে, ঘৃণার রশ্মি ছড়িয়ে
দৌড়ুচ্ছে একে অপরকে পিছনে ফেলার প্রতিযোগিতায়
এমন কিছু আলাদা নয় তাদের চেহারা
জন্মেছে একই মাতৃক্রোড়ে।
মুষ কেন মানুষকে পিছনে ফেলার জন্য দ্রুত ধাবমান?

তারা কোথায় দৌড়োয়, কোন্ গন্তব্যে!
উঠবে তো অভিন্ন পাহাড়েই
সব পেয়েছির ওই চূড়ো মানুষকে আরো অতৃপ্ত এবং
লোভী করার মন্ত্র নিয়ে ঠায় দাঁড়ানো
চাই কি ধাক্কা দিয়ে গভীর খাদে ফেলে দিতেও সে তৈরি
আজ শান্ত হয়ে পথ চলার, পথের আনন্দ কুড়োনোর
সব প্রতিজ্ঞা ভুলে বসে আছে মানুষ;- একেকটা অবিবেচক
দানবের মতো তার শ্বাস বন্ধ করে ছোটা দেখে
স্তম্ভিত কতিপয় বনহরিণীর সৌন্দর্য, শানিকছানার শ্বাস
আর উন্মীলিত সবুজ কুঁড়ি- দূর সমুদ্রের মাছের মতো
যার দৃষ্টিতে জ্বলে উঠেছিল আশ্চর্য সুন্দর তৃষ্ণা
একটি নতুন ভোরে!

অ্যাথলেটিক্স

টোকন ঠাকুর

বাঘ আসছে দেখেই
হরিণ দিল দৌড়

চোখে না পড়লেও, জানি
সময় দৌড়াচ্ছে
বছর বছর

মেঘ দৌড়াচ্ছে
মেঘ কুরঙ্গগঞ্জন

যুদ্ধাহত, খোঁড়া- তবু
পিছিয়ে পড়ছে মন?

বসে থাকলে খাবে বাঘে
যে-যার কিছুটা আগে
সব্বাই দৌড়াচ্ছে মনে-প্রাণে!

শুধু দৌড় শব্দটিই
অনড়-নিশ্চুপ, শুয়ে ঘুমোচ্ছে
বাংলা অভিধানে!!

জেগে ওঠে ভুলের বিরুদ্ধে

আবু মাসুম

আজ পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ-সংগীত
কোথায় উধাও কেউ কী জানে তা
অন্ধ কুঠরির ভেতর হুহু-কাতরায় কবি
একটা জানালা কেবল দৃশ্যমান- আলোহীন।

কেন এমন ঘৃণ্য নির্বাসন বলুন তো রাজা!
কী অপরাধে আলোহীন অন্ধকারাবাস,
মগজের ডান-বাম-ঘোরা ভাবনা-জালে
জলতরঙ্গ আর সমুদ্রের উত্তাল গর্জন।

এখন কোথায় আপনার একচক্ষু দানব-শাসন?
ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় গান আর কবিতা।
হার্ডডিস্ক আর লেজার প্রিন্টার এঁকে দেয়
সাদা পৃষ্ঠায় অগণন অক্ষরের সারি।

কবিরা মূলত সত্যনিষ্ঠ বিদূষক বলেই
জন্ম-জন্মান্তরে কোণঠাসা, ভুল নির্বাসন।
তবু দেখি বারংবার ভাবনা-তন্তুগুলো
ডালপালা মেলে জেগে ওঠে ভুলের বিরুদ্ধে।...